Philosophy Study Materials

Semester – IV (General)

Soumen Pal

Mobile No – 7980601891

Scanned with CamScanner

"সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কসমূহের বুনট" — ম্যাকাইভার ও পেজের অনুসরণ করে সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

সমাজ হল এক স্থায়ী জনসংগঠন, যা গড়ে ওঠে প্রতিনিয়ত বস্তুগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এবং যার ভিত্তি হল পারস্পরিক সহযোগিতা। একথা ঠিক যে সব প্রাণীই তাদের নিজেদের মতো করে সমাজ তৈরী করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সমাজের অস্তিত্ব ও প্রভাব ব্যাপক। তাছাড়া মানুষের সমাজ গঠনগত দিক থেকে অনেক বেশী জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। অধ্যাপক M. Ginsberg তাঁর 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "A society is a collection of individuals united by certain relations or modes of behaviour which mark them off from others." 'সমাজ' কথাটিকে তিনি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে বলেন, "The whole complex of social behaviour and the network of social relations."

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সর্বদাই একটি সংগঠনের মধ্যে বসবাস করে। প্রয়োজনবোধে মানুষ তার এই সংগঠনের প্রয়োজন সাধন করে। মানুষের মধ্যে যূথবদ্ধ হয়ে থাকার যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে তারই প্রকাশ ঘটে মানুষের এই সংগঠিত জীবনের মধ্যে। এই সংগঠন বা যূথবদ্ধতা বিভিন্ন ভাবে মানুষের আচরণকে নির্দিষ্ট কতকগুলো উদ্দেশ্যে উপনীত হবার পথের সন্ধান দেয়। আবার এই সংগঠন মানুষের আচরণকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণও করে, যাতে কোনো অনিয়ন্ত্রিত যথেচ্ছাচারের দ্বারা মানুষ তার যূথবদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্যকে হারিয়ে না ফেলে। মানুষের এই সংগঠনই হল সমাজ। প্রধানত, দুটি শর্ত পূরণ করলে একটি জনসমষ্টিকে সমাজরূপে আখ্যা দেওয়া যায়। প্রথম শর্তটি হল — এই যূথবদ্ধ ~~জীবনের মূলে উপস্থিত কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য~~ ভাবে বহু মানুষের বসবাস এবং দ্বিতীয় শর্ত — এই যূথবদ্ধ জীবনের মূলে উপস্থিত কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য। সমাজ জীবনের কোনো সাধারণ উদ্দেশ্যই সমাজস্থ মানুষকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত করে। সামাজিক সম্পর্ক হল সমাজের ভিত্তি।

সমাজ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে P. Gisbert তাঁর 'Fundamentals of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Society, in general, consists in the complicated network of social relationships by which every human being is interconnected with his fellowmen." অর্থাৎ সাধারণভাবে সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কসমূহের জটিল জাল, যে সম্পর্কগুলোর দ্বারা

Scanned with CamScanner

প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে থাকে। MacIver and Page তাঁর 'Society'- An Introductory Analysis' গ্রন্থে সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সমাজ হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে বহু রীতিনীতি ও কর্মপদ্ধতি, কর্তৃত্ব ও সহযোগিতা, নানা গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীগত পার্থক্য এবং মানুষের আচরণ ও স্বাধীনতার উপর নানা বিধানের নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ত- পরিবর্তনশীল জটিল ব্যবস্থাই হল সমাজ। সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কসমূহের এক জটাজাল যা সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে।"

সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক সম্পর্ক সর্বদাই মানসিক। বিভিন্ন জড়বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক তা সামাজিক নয়, কেননা ঐ সম্পর্ক সম্বন্ধে জড়বস্তুর কোন চেতনা থাকে না। টেবিলের সঙ্গে টাইপ-যন্ত্রের, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, বাড়ির সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক থাকলেও তা সামাজিক সম্পর্ক নয়, কেননা কোন ক্ষেত্রেই সম্বন্ধীদের 'সম্পর্ক' সম্বন্ধে চেতনা থাকে না। টেবিল এবং টাইপ-যন্ত্রের মধ্যে কোন একটিরও অন্যটির উপস্থিতি সম্পর্কে কোন বোধ বা চেতনা থাকে না এবং একের উপস্থিতি সম্পর্কে অন্যের চেতনা না থাকলে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

সামাজিক সম্পর্কের দুটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল— i) একের উপস্থিতি সম্পর্কে অন্যের চেতনা এবং ii) কোন সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ধারণা। দুই জন ব্যক্তি একই সময়ে একই বাগানে ঘুরে বেড়ান এবং একই বিষয়ের প্রতি ~~প্র~~ মনোযোগী থাকলেও তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয় না। যখন তাদের একজন অন্যজনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হন এবং একজন অন্যজনকে অভিনন্দন জানায়, কেবল তখনই সামাজিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। একারণেই গিসবার্ট ~~বলেন যে,~~ তাঁর 'Fundamentals of Sociology' গ্রন্থে বলেন যে, "Sociability or society is radically a mental phenomenon."

সামাজিক সম্পর্ক বহু ও বিচিত্র প্রকারের, এবং সমাজ যতবেশী জটিল হয় তার সম্পর্কের জটিলতা তত বৃদ্ধি পায়। ভোটপ্রার্থীর সঙ্গে ভোটদাতার, পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের, মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক। সামাজিক সম্পর্ককে আবার বিভিন্ন প্রকারে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন— পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, নৈর্ব্যক্তিক, বন্ধুত্বমূলক, বিদ্বেষমূলক ইত্যাদি। স্বামী- স্ত্রীর, পিতামাতার- সন্তানের, ভাই- বোনের সম্পর্ক পারিবারিক সামাজিক সম্পর্ক; ভোটপ্রার্থী ও ভোটদাতার সম্পর্ক রাজনৈতিক সামাজিক সম্পর্ক; মালিক ও শ্রমিকের

Scanned with CamScanner

ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্ক; বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্ক; ভক্তের সঙ্গে ভগবানের নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক সম্পর্ক। এক্ষেত্রে প্রতিক্ষেত্রেই 'পারস্পরিক সম্বন্ধ' সম্পর্কে চেতনা এবং নিজ্ঞাবোধ থাকার জন্য সেগুলি সামাজিক সম্পর্ক।]

(সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল চেতনাগত মিল ও ঐক্যই থাকে না, অমিল ও অনৈক্যও থাকে। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা যেমন সামাজিক সম্পর্ক, ~~শ~~ শত্রুতা ও বিরোধিতাও তেমনি সামাজিক সম্পর্ক। সামাজিক ~~সম্পর্কের~~ সম্পর্ককে বুঝতে গেলে মিল ও অমিল, সহযোগিতা ও বিরোধিতা, সম্মতি ও অসম্মতি প্রভৃতি বিরোধী মনোভাবের সবকিছু দিয়েই বুঝতে হয়। গিসবার্ট বলেন, 'সমাজ যদি কেবল মিল ও ঐক্যের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সামাজিক বন্ধন অতিমাত্রায় শিথিল হয়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া বা আদান-প্রদানের কোন অবকাশ থাকে না। সমাজে বিরোধিতার প্রয়োজন আছে। বাস্তবিকপক্ষে, অভিন্নতা ও ভিন্নতার, সহযোগিতা ও বিরোধিতার সম্পর্ককে নিয়েই সমাজ। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে, ভাই ও বোনের মধ্যে, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনি অমিলও আছে। এই অমিল বা পার্থক্য আবার ভিন্ন ধরনের হতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য শারীরগত, মালিক-শ্রমিকের পার্থক্য অর্থনৈতিক, শাসক-শাসিতের পার্থক্য রাজনৈতিক, ইত্যাদি। তেমনি আবার মানুষের সঙ্গে মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শক্তি, বুদ্ধি, দক্ষতা রুচি ইত্যাদির পার্থক্যও থাকে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এসব ভিন্নতার সম্পর্কও অত্যাবশ্যক।] কেবল অসহযোগিতা ও বিরোধিতা যেমন সমাজজীবনকে দুর্বহ করে, তেমনি সহযোগিতা ও ~~সহ~~ সমধর্মিতার সম্পর্কও তেমন সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে। [ম্যাকাইভার ও পেজ তাই বলেন, সব মানুষের মধ্যে যদি সম-আচরণ ও সমতাবুদ্ধি থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানের, সহযোগিতার সম্পর্কের বাস্তবে কিছু থাকবে না। এবং তার ফলে 'সমাজ' বলেও আর কিছু থাকে না। যুদ্ধ চলাকালে বিবদমান দুটি দেশের সৈন্যদলের মধ্যে যে সম্পর্ক, ম্যাকাইভার ও পেজ তাকেও 'সামাজিক সম্পর্ক' বলেছেন, কেননা তাদের প্রতি পক্ষ অন্যপক্ষের উপস্থিতি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে এবং উভয় পক্ষই বিশেষ এক লক্ষ্য সাধনের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি হয়।]

Scanned with CamScanner

তবে, বিরোধিতার সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক হলেও 'সহযোগিতা ও সমমর্মিতার সম্পর্কই হল মুখ্য সামাজিক সম্পর্ক'। সমাজের প্রাণকেন্দ্র বা ভিত্তিভূমি নিহিত আছে সমতাবুদ্ধি ও ঐক্যবোধে। ম্যাকাইভার ও পেজ এজন্য সহযোগিতা ও সমমর্মিতার সম্পর্ককে মুখ্য সামাজিক সম্পর্ক ও বিরোধিতার সম্পর্ককে গৌণ সামাজিক সম্পর্ক বলেছেন। এই দুই ধরনের সম্পর্কের উপাদানই হল সমাজ।

— ০ —